সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪১
WEEKLY BOOKLET:441

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান)

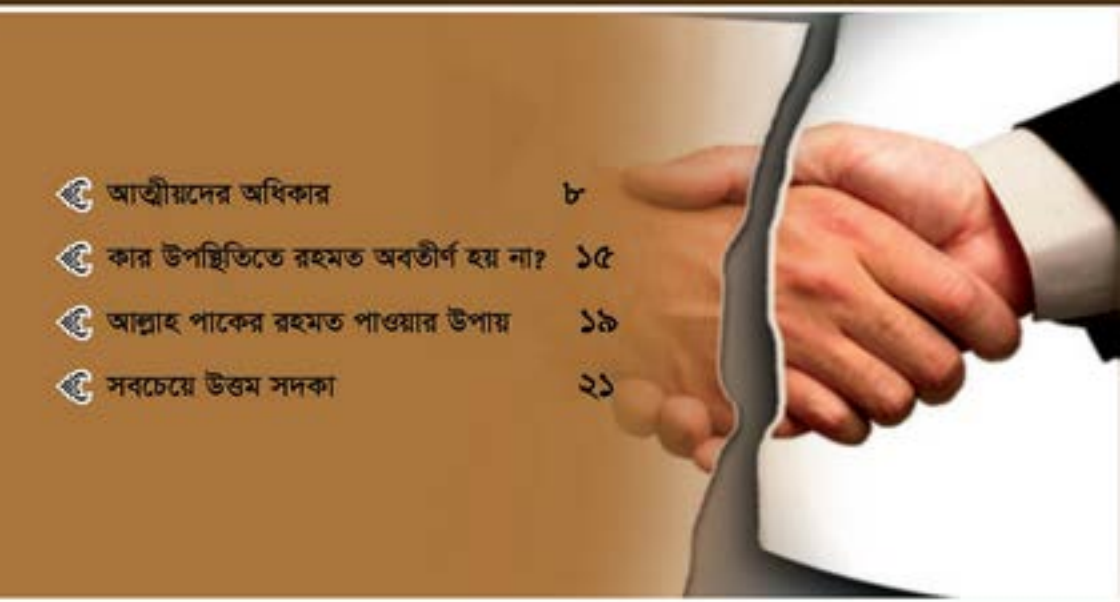

- আত্মীয়দের অধিকার ৮
- কার উপস্থিতিতে রহমত অবতীর্ণ হয় না? ১৫
- আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার উপায় ১৯
- সবচেয়ে উত্তম সদকা ২১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম

আত্তারের দোয়া: হে দয়ালু পালনকর্তা! যে কেউ এই পুস্তিকা **"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করার তাওফিক দান করুন এবং তার পরিবারসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে দিনে ও রাতে আমার উপর তিনবার দরুদে পাক পাঠ করবে আল্লাহ পাকের উপর হক হলো তার ওই দিনের ও ওই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া। (মুজামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল যাকেই দেখা যায় , সে-ই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে, কোথাও মা-ছেলের মধ্যে মতবিরোধ আবার কোথাও ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়া করতে দেখা যায়, মামা-ভাগ্নের মধ্যে মতবিরোধ আর কোথাও চাচা-ভাতিজার মধ্যে নারাজি দেখা যায়,

মোটকথা চারিদিকে পরিবারের মধ্যে বিভেদ লেগেই রয়েছে। নিজের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার স্পৃহা বৃদ্ধি করতে এবং স্বয়ং নিজের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শিক্ষনীয় একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন: যেমন

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি (ঘটনা)

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক নেককার অনারবী লোক আমার বন্ধু ছিল আর সে মক্কায়ে মুকাররমার পাশে থাকতো, সারারাত কাবা শরীফের তাওয়াফ করত আর সর্বক্ষণ কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতো। অনেক বছর যাবৎ তার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রইল। একবার আমি তাকে কিছু স্বর্ণ আমানত দিলাম আর আমি ইয়ামেন চলে গেলাম। যখন ফিরে আসলাম ততদিনে ওই ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল সুতরাং আমি তার সন্তানদের কাছে গেলাম আর সমস্ত ঘটনা খুলে বলে আমার আমানত ফেরত চাইলাম, তারা বলল: আল্লাহ পাকের শপথ! তুমি যা বলছ আমরা তার কিছুই জানিনা আর না আমরা আমানতের ব্যাপারে কিছু জানি। এমন কথা শোনে আমি খুবই চিন্তিত হলাম যে, হায় আফসোস! আমার এতগুলো সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল। এই পেরেশান অবস্থায় আমার সাথে হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা তখন করলেন: হে আমার ভাই! এত চিন্তা ও পেরেশান কেন? আমি আমার পুরো ঘটনা খুলে বললাম তো তিনি আমাকে বললেন: জুমার দিন অর্ধরাতের সময় মাত্বাফ (অর্থাৎ তাওয়াফ স্থলে) কেউ না থাকলে তখন রুকন ও মকাম (অর্থাৎ রুকনে ইয়ামানী ও মকামে ইব্রাহিম) এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে

ডাক দিবে, হে অমুক! যদি সে সত্যিই আল্লাহ পাকের মকবুল ও নেককার বান্দা হয় তবে তার রুহ তোমার সাথে কথা বলবে।

ওই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তাঁর কথামত জুমার রাতে অর্ধরাতের সময় যখন তাওয়াফ স্থল খালি হলো তখন মকামে ইব্রাহিম ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে তাকে ডাক দিলাম কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না আর আমিও হতাশ হয়ে ফিরে আসলাম। যখন সকাল হলো আমি সায়্যিদুনা মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললাম, আমি তাকে ডেকেছি কিন্তু আমাকে কোন উত্তর দেয়নি। এটা শুনে সায়্যিদুনা মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ" পড়লেন আর আমাকে বললেন: আফসোস! ওইলোক নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না তবে তুমি এখন এক কাজ করো, তুমি ইয়েমেন চলে যাও, ওখানে অমুক স্থানে "বারহুত" নামক একটি কূপ রয়েছে যেটাতে আযাব দেওয়া লোকদের রুহসমূহ একত্রিত হয়ে থাকে আর ওই কূপটি জাহান্নামের মুখে রয়েছে, অর্ধরাতের সময় ওই কূপের কিনারায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাক দিবে: হে অমুকের রুহ! তখন তার রুহ তোমার সাথে কথা বলবে।

ওই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইয়েমেন গেলাম আর অর্ধরাতের সময় "বারহুত" নামক কূপের পাশে গিয়ে বসলাম, আমি দেখলাম যে দুইজন ব্যক্তিকে এনে ওই কূপে নিক্ষেপ করা হলো, তারা উভয়ে কান্না করছিল, একজন অপরজনকে বলল: তুমি কে? অপরজন বলল: আমি ওই জালিম ব্যক্তির রুহ, যে দুনিয়াতে বাদশাহর পাহারাদার ছিলাম আর হারাম খেতাম, মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে এই কূপে নিক্ষেপ করেছে আর এখন আমাকে আযাব দিতে থাকবে। অপরজন বলল: আমি আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের রুহ, যে নাফরমান ও যালিম ব্যক্তি ছিল আর এখন

www.dawateislami.net

আমাকে এই কূপে আযাব দেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। যখন আমি ওই দুইজনের চিৎকারের আওয়াজ শুনলাম তখন ভয়ে আমার শরীরের পশম দাড়িয়ে গেল অতঃপর আমি ওই কূপের দিকে মুখ করে উঁচু আওয়াজে ডাক দিলাম: হে অমুক! তখন ওই ব্যক্তির আওয়াজ আসল: "لَبَّيْكَ" (অর্থাৎ আমি হাজির) আর এই অবস্থায় ছিল যে, তাকে আযাব দিতে গিয়ে মারা হচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমার ভাই! ওই আমানতগুলো কোথায় যা আমি তোমার কাছে রেখেছিলাম? সে উত্তর দিল: ওই আমানতগুলো অমুক জায়গায় অমুক সিঁড়ির নিচে পুতা আছে । এরপর আমি প্রশ্ন করলাম: হে আমার ভাই! কোন গুনাহের কারণে তোমাকে হতভাগাদের স্থানে রাখা হয়েছে? সে বলল: আমার বোনের কারণে, কারণ এটা যে, আমার এক গরীব বোন আমার থেকে অনেক দূরে এক অনারব দেশে থাকত, আমি তার প্রতি কোন পরওয়া না করে আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম এবং মক্কায়ে মুকাররমায় থাকতে লাগলাম আর ওই সময় তার ব্যাপারে আমার না কোন চিন্তা হলো আর না আমি তার ব্যাপারে (আগত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে) জিজ্ঞাসা করেছি।

যখন আমার ইন্তেকাল হলো তখন আল্লাহ পাক আমাকে পাকড়াও করেন আর আমাকে বললেন: তুমি কিভাবে নিজের বোনকে ভুলে গেলে অথচ তার পরিধানের কাপড় ছিল না আর তুমি কাপড় পরিহিত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছ, সে ক্ষুধার্ত ছিল আর তুমি পেট ভরে খেয়েছ, সে পিপাসার্ত ছিল আর তুমি পিপাসা নিবারণ করেছ। আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের উপর দয়া করব না, এরপর আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও আর "বারহুত" নামক কূপে নিয়ে নিক্ষেপ করো। মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام

www.dawateislami.net

আমাকে কূপে নিক্ষেপ করল আর আমাকে এখানে কঠিন আযাব দেওয়া হচ্ছে। হে আমার ভাই! তুমি আমার বোনের কাছে গিয়ে আমার জন্য ক্ষমার আবেদন করো, যদি সে মাফ করে দেয় তবে হয়তো আমার জন্য আযাব থেকে মুক্তির উপায় হবে কেননা আল্লাহ পাকের নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত আমার অন্য কোন গুনাহ নেই। (অর্থাৎ সে আসলেই নেককার লোক ছিল ব্যস তার দ্বারা শুধুমাত্র এই ভুলটি সংগঠিত হয়েছিল যে, সে বোনের ব্যাপারে উদাসিন ছিল)

সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তার ভাষ্যমত ওই স্থানে গেলাম যেখানে সে আমানত পুতে রেখেছিল, সেখানে যমিন খনন করে আমার আমানত নিলাম এরপর তার বোনের কাছে গেলাম আর তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম,তখন সে কাঁদতে লাগল অতঃপর আমি তার ভাইয়ের মুক্তির জন্য তার কথাগুলো তাকে বললাম,তখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে মুখাপেক্ষীতার আরয করতে লাগল, আমি তাকে কিছু দুনিয়াবী সম্পদ দিলাম আর সেখান থেকে চলে আসলাম। ব্যস প্রতিটি মুমিনের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

(কুররাতুল উয়ুন মাআর রওযুল ফায়িক্ব, পৃ: ৪০১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মানুষ যতই পরহেযগার হোক না কেন, আমানতদার ও বিশ্বস্ত হোক না কেন যদি বিনা কারণে মা-বাবা অথবা ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখে আর তাদের উপর অন্যায় করে অথবা খালা, মামা, চাচা, দাদা, দাদী, নানা, নানী অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে সেটার পরিণাম খুবই ভয়াবহ হতে পারে। বর্তমান যুগে কারো সাথে হয়তো মায়ের সাথে মিলে না নতুবা বাবার সাথে, কেউ নিজের বোনের সাথে

www.dawateislami.net

সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে আবার কেউ ভাইয়ের সাথে, কেউ খালার সাথে আর কেউ মামার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে বসে আর কাউকে দেখা যায় চাচার সাথে ঝগড়া করে মোটকথা অনেক লোক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বীকারে আছে। হ্যাঁ! যদি কোন জায়িয কারণে পরস্পরের মধ্যে নারাজি হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই যেমন মা-বাবা এজন্য ছেলের প্রতি অসন্তুষ্ট যে, দাড়ি কেন রেখেছ? তবে এহেন অবস্থায় চায় মা-বাবা নারাজ হোক তাদের নাজায়িয চাহিদা পূরণ করবেন না।

মনে রাখবেন! যেখানে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশ রয়েছে সেখানে তার মোকাবেলায় মা-বাবার হুকুম মান্য করবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: গোঁফ ছোট করো আর দাড়ি লম্বা করো, ইহুদীদের মতো আকৃতি বানিওনা। (মুসলিম, ১২৫ পৃ:, হাদিস: ৬০২-৬০৩) দেখুন! যেখানে দাড়ি রাখার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সেখানে মা-বাবার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ! যেখানে শরীয়ত মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করার অনুমতি প্রদান করেছে সেখানে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবেন যেমন, নফল হজ্ব বা ওমরার জন্য যেতে হয় তবে মা-বাবার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা নিষেধ করে তবে করবেন না। এই মাসআলাও মাথায় রাখবেন যে, যদি কারো উপর হজ্ব ফরয হয় তবে যদি মা-বাবা অনুমতি না দেয় তারপরও হজ্ব করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৫৮) আর যদি মা-বাবা নিষেধ করার কারণে কেউ ফরয হজ্ব আদায় করা থেকে দূরে থাকে তবে সে গুনাহগার হবে। অতএব শরীয়তের হুকুমের সামনে মা-বাবা আর আত্মীয়-স্বজনের

হুকুম মানা যাবে না অবশ্য যদি মা-বাবা শরীয়তের সীমার ভিতর থেকেই কোন নির্দেশ দেয় তবে তাদের অবাধ্যতা করা অনেক বড় গুনাহ এবং মা-বাবাকে কষ্টদানকারীর জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে, যেমন

আগুণের ডালে ঝুলে থাকা লোক

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে একটি দৃশ্য এটাও দেখেছেন যে, কিছুলোক আগুণের ডালে ঝুলে ছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো: এরা মা-বাবাকে গালমন্দ করত।

(আয যাওয়াজির আনিক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৩৯)

মাতা-পিতার সন্তুষ্টতা ছাড়া আযাব দূরীভূত হবে না

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মাতা-পিতার অবাধ্যদের কাছ থেকে আযাব দূরীভূত করব না যতক্ষণ না তাদের মা-বাবা তাদেরকে ক্ষমা করবে না। আর আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! আমি মা-বাবার মনখুশি ব্যতীত তাদের সন্তানদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব না। **(কুর্‌রাতুল উয়ুন মাআ রউযুল ফায়িক্ব, পৃ: ৪০৩)**

মা-বাবার অবাধ্য সন্তান আল্লাহ পাকের আযাবের শিকার

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: মাতা-পিতার নাফরমান যদিওবা রোযা রাখে এবং নামায পড়ে যদি সে এই অবস্থায় মারা যায় যে, মাতা-পিতা তার উপর নারাজ ছিল তাহলে সে আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ পাক তার উপর গযব দিবেন।

(কুর্‌রাতুল উয়ুন মাআ রউযুল ফায়িক্ব, পৃ : ৪০৩)

www.dawateislami.net

মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ

হে আশিকানে রাসূল! মা-বাবার সাথে সদাচারণ ও নম্রতার সাথে কথা বলা উচিত যেমনটি কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ

(পারা: ১৫, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।

“এমনকি হাদিসে পাকে রয়েছে: যে (ব্যক্তি) মা-বাবার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখে আল্লাহ পাক তাকে একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব দান করেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদিস: ৭৮৫৬)

আত্মীয়দের অধিকার

মনে রাখবেন! আত্মীয়দের হক অনেক বেশি আর শয়তান আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়ে দেয় যেমনটি আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন:

اِنَّ الشَّيۡطٰنَ يَنۡزَغُ بَيۡنَهُمۡ ؕ

(পারা: ১৫, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৫৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ নিশ্চয়ই শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়।

“দেখুন! শয়তান পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করে কিন্তু মুমিন ভালোবাসার পয়গাম দিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত সায়্যিদুনা জালাল উদ্দীন রুমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه খুবই সুন্দর বলেছেন:

تو برائے وصل کردن آمدی   نے برائے فصل کردن آمدی

তু বরায়ে ওয়াসল করদান আমদী   নে বরায়ে ফসল করদান আমদী

অর্থাৎ তুমি সম্পর্ক জোড়ার জন্য এসেছ ভাঙ্গার জন্য নয়।

শয়তানী কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া এবং বিচ্ছেদ করা একটি শয়তানী কাজ আর আমরা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম হওয়ার পরও শয়তানের পেছনে পড়ে আছি। যেহেতু এখন প্রকৃত অর্থে সুন্নাতের অনুসরণ করি না এবং শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলি না এমনকি শরীয়ত ও সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, আর না আমাদের শরীয়তের আইন মেনে চলার অনুভূতি আছে, ব্যস এটাই কারণ যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে মুখে মুখে বলি আর প্রত্যেকে শুধু নিজের চিন্তাই করি। দেখুন! শয়তান ভাইদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করিয়ে দেয় এবং সেটার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা। অতঃপর হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام একটি দেশের বাদশাহ হলেন আর শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর সাথে ভাইদের দেখা হলো আর ওই সময় হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام যা কিছু বলেছেন সেটির বর্ণনা পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত নম্বর ১০০ তে কিছুটা এইভাবে রয়েছে:

مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّیْطٰنُ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ اِخْوَتِیْؕ

(পারা: ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এরপর যে, শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিল।

প্রতীয়মান হলো শয়তান ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।[১] اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী ঘৃণা দূর করে এবং ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে

১. একটি বর্ণনা অনুসারে, হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام -এর ভাইগণও নবী ছিলেন এবং ওলামায়ে কেরাম এই ভাইদের কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা এইভাবে করেন যে, এই কর্মকান্ডগুলো তারা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام -এর ভালোবাসা অর্জনের জন্য করেছেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/১৬৪ সারসংক্ষেপ)

www.dawateislami.net

থাকে, আসুন! দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, মাদানী প্রদীপ জ্বালায়, সেটা থেকে আলো সংগ্রহ করি এবং সেই আলোতে নিজের পৃথিবী, কবর ও আখিরাতকে আলোকিত করি।

হে আশিকানে রাসূল! আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অনেক কঠিন গুনাহ ও হারাম এবং হাদিসে মুবারকার মধ্যে এটার ব্যাপারে অনেক শাস্তি এসেছে, শিক্ষার জন্য কিছু শাস্তি উপস্থাপন করছি:

আল্লাহ পাকের দরবারে আত্মীয়তার আবেদন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ পাক মাখলুকদের সৃষ্টি করে নিয়েছেন তখন আত্মীয়তা আরয করল: হে আমার মাওলা! আমি তোমার কাছে আত্মীয়তা ছিন্ন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ পাক বললেন: তুমি কি এই কথার উপর সন্তুষ্ট নও, যে তোমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। আত্মীয়তা আরয করল: হে আল্লাহ পাক! আমি এতে সন্তুষ্ট। এই বর্ণনাটি বলার পর রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মুবারকাটি তিলাওয়াত করলেন:

فَهَلۡ عَسَیۡتُمۡ اِنۡ تَوَلَّیۡتُمۡ اَنۡ تُفۡسِدُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ تُقَطِّعُوۡۤا اَرۡحَامَکُمۡ ﴿۲۲﴾

(পারা: ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি তোমাদের এ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতা লাভ করো তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াবে এবং আপন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

(বুখারী, ৪/৯৭, হাদিস: ৫৯৮৭ সারসংক্ষেপ)

www.dawateislami.net

হে মা-বাবার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীরা! হে নিজের ভাইয়ের সাথে ঝগড়াকারীরা! হে নিজের বোনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীরা! হে নিজের খালা, মামা এবং চাচার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীরা! আল্লাহ পাকের সত্যিকার কালামে খুব ভালোভাবে মনোযোগ দাও যে, আল্লাহ পাক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের উপর কী পরিমাণ রাগান্বিত! মনে রাখবেন! আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অনেক বড় গুনাহ যদি কারো মা-বাবা ও ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থাকে তবে তার উচিত দ্রুত এই সমস্যাটি সমাধান করে তাদের সাথে মীমাংসা করে নেওয়া।

দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বিদ্রোহ আর সম্পর্ক ছিন্ন (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা) দুইটি এমন গুনাহ যেগুলোর উপর দুনিয়া ও পরকালে আযাব দেওয়া হয়।

(তিরমিযী, ৪/২২৯, হাদিস: ২৫১৯)

জান্নাত থেকে বঞ্চিত

এক বর্ণনায় রয়েছে: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **(মুসলিম, ১০৬২ পৃ:, হাদিস: ৬৫২০)**

বঞ্চিত লোক

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام শাবানের পনেরতম রাতে আমার কাছে আসল আর বলল: আজরাতে আল্লাহ পাক বনী কলব গোত্রের ছাগলের পশম পরিমাণ গুনাহগার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু মুশরিক, হিংসুক,

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, অহংকারী, নিজের পায়জামা (প্যান্ট) গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তি, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদপানকারীদের ক্ষমা করবেন না। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৪, হাদিস: ৩৮৩৭)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী যেন আমাদের মজলিসে না বসে

একদা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে কিছুলোক উপস্থিত ছিল তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আমার মজলিসে বসবে না, এটা শুনে এক যুবক সেখান থেকে উঠে গেল আর তার খালার কাছে গেল কেননা তার খালার সাথে তার ঝগড়া ছিল যেটার জন্য সে ক্ষমা চাইল এবং উভয়ে একে অপরকে ক্ষমা করে দিল, অতঃপর ওই যুবক রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মজলিসে এসে বসে গেল তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ওই গোত্রের উপর আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয় না যার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে। (আয যাওয়াজির আনিক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্বে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ধারাবাহিকতা অনেক কম ছিল কিন্তু আজকাল অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, এখন হয়তো এমন কেউ নেই যার উপর কোন আত্মীয় অসন্তুষ্ট নয় বরং সাধারণত আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের উপরই আত্মীয়-স্বজনরা নারাজ হয়ে থাকে। এই কারণেই আজ মুসলমানরা নানা বিপদের স্বীকার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে দেখা যায় যে সাহেব! আমাদের দোয়া কবুল হয় না, জানি না কোন গুনাহ করেছি যে আমার ঘর থেকে রোগ-বালাই যাচ্ছেই না,

www.dawateislami.net

জানি না কী গুনাহ করেছি যে, অভাব যাচ্ছেই না, আমরা বুযুর্গুদের দ্বারা দোয়াও করিয়েছি, বড় বড় মাযারেও গিয়েছি, বড় বড় অযিফাও আদায় করেছি কিন্তু আমার সমস্যা সমাধানই হচ্ছে না ইত্যাদি।

দেখুন! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণী: যেই জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে তাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হয় না। (আয যাওয়াজির আনিক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৫৩) যখন আমরা শরয়ী বিনা অনুমতিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করব তখন আমাদের উপর রহমত কিভাবে নাযিল হবে? আমাদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে? আমাদের সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে? আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার জন্য আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করতে হবে এবং খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, কার কার সাথে আমাদের মনোমালিন্য চলছে? এখন যাদের সাথে আমাদের নারাজি রয়েছে তাদের সাথে মীমাংসা করে নিতে হবে, যদি আমরা নিজের পক্ষ থেকে মীমাংসা করার আপ্রাণ চেষ্টা করি আর সামনের ব্যক্তিটি না মানে তবে এটা হবে অপারগতা।

ক্ষমা চাওয়ার সময় কঠোরমূলক কোন আচরণ করবেন না যেমন, এমনটি বলবেন না যে "মাফ করবে কি করবে না? মাফ করবে না তো কোন সমস্যা নেই ইত্যাদি। যদি হাত জোর করে, আন্তরিকতার সাথে, বিনয়ী হয়ে, কোন তর্ক-বিতর্ক ছাড়া, নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া হয় তবে আশাবাদী যে, সামনের লোকটির মন নরম হয়ে যাবে এবং ক্ষমা করে দিবে আর যদি ক্ষমা চাওয়ার সময় পুরনো মুর্দাকে উঠানো শুরু করে দেন অথবা চুলের চামড়া তুলা শুরু করে দেন যেমন, সামনের লোকের সাথে এরকম কথাবার্তা বলেন যে "যদি আমি অমুক কথাটি বলেছিলাম তো

www.dawateislami.net

তুমিও তো অমুক কথা বলেছিলে "অথবা" আপনি আমাদেরকে আপনার ঘরে আন্তরিকহীনভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন আর ডাকার জন্য কাউকে পাঠাননি আর না আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন" আপনি অমুক জায়গায় আমাকে ধমকিয়েছিলেন" ইত্যাদি। মনে রাখবেন! যদি মীমাংসা করার সময় এরকম অভিযোগ করে বসে তবে কখনো মীমাংসা হবে না।

হে আশিকানে রাসূল! আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আরও কিছু শাস্তি লক্ষ্য করুন: যেমন

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আমার মাহফিল থেকে উঠে যান

একবার হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদিসে মুবারকা শোনাচ্ছিলেন, আর বললেন: প্রত্যেক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আমার মাহফিল থেকে উঠে যান। এক যুবক উঠে তার ফুফির কাছে গেল যার সাথে তার দুই বছরের পুরনো ঝগড়া ছিল, যখন উভয়ে একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল তখন সেই যুবককে তার ফুফি বলল: তুমি গিয়ে এটার কারণ জিজ্ঞাসা করো, অবশেষে এটা কি কারণে করেছে? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই ঘোষণার হিকমত কি?) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যেই জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে, তাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয় না। (আল আদাবুল মুফরদ, পৃ: ২৬, হাদিস: ৬১-৬৩)

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর উপস্থিতিতে রহমত অবতীর্ণ হয় না

হযরত সায়্যিদুনা আ'মাশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত যে, একদিন সকালে হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন তখন তিনি লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: এমন ব্যক্তি যে কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসেছে আমি তাকে আল্লাহ পাকের শপথ দিচ্ছি যে, সে যেন আমার এই মজলিস থেকে চলে যায় যাতে আমরা আল্লাহ পাকের নিকট মাগফিরাতের দোয়া করতে পারি কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত সে বসা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমতের দরজা বন্ধ থাকবে। (মুজামু কবীর, ৯/১৫৮, হাদিস: ৮৭৯৩) (অর্থাৎ যদি সে এখানে থাকে তাহলে আমাদের দোয়া কবুল হবে না)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়া কবুল না হওয়ার অনেক কারণসমূহের মধ্য থেকে একটি কারণ হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, আজ অনেক লোক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে বসেছে আর সেই ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তাই নেই বরং পরিতাপের বিষয় হলো সমাজে এই কাজটিকে কোন গুনাহই মনে করা হয় না অথচ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অনেক কঠিন একটি গুনাহ। কিছুলোক নামায পড়ে, নফল রোযা রাখে, তাহাজ্জুদ পড়ে, কুরআনে পাক তিলাওয়াত করে, চেহারায় দাড়ি আর মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে থাকে এবং বাবরি চুলও রাখে কিন্তু তারা পরিবারের মধ্যে অনেক ঝগড়া বিবাদও করে। এইভাবে অনেক লোক মা-বাবার সামনে "তুই-তুকারি" আমি আমি" করতেও সংকোচ করে না, মা-বাবার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে তাদের লজ্জা লাগে না, মা-বাবাকে

www.dawateislami.net

ধমক দেওয়ার সময় এটাও অনুভব করে না যে, সে ভুল করছে, যদি বাবা কোন মাহফিলে আসে তবে তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় আর বন্ধু আসলে তাকে স্বাগত জানায় এবং তার সাথে হাসিমুখে কথা বলে, এমন লোকদের মনে রাখা উচিত যে, মা-বাবার মনে কষ্ট দেওয়া অনেক বড় কবীরা গুনাহ। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী কিছু লোক যখন মা-বাবার সাথে এরকম আচরণ করে তখন সে গুনাহগার হওয়ার সাথে সাথে দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের মন্দ বলার একটি কারণও হয়।

যদি আপনি কাল পর্যন্ত মায়ের সাথে "তুই-তুকারি" করে কথা বলতেন এখন "আপনি" বলে কথা বলুন। দেখুন! "তুই" এর স্থলে "আপনি" বলার দ্বারা না তো মুখে ব্যথা হয় আর না দেরী হয়। যেখানে বন্ধুকে প্রভাবিত করার জন্য "আপনি, জনাব" বলে নকল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ করা হয়ে থাকে সেখানে যদি নিজের মায়ের সাথে "আপনি" বলে কথা বলা হয় তবে তাদের হৃদয় খুশি হয়ে যাবে। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী ইসলামী ভাই যদি ঘরে আদব সম্পন্ন ধরন অবলম্বন করে তবে তার "মা-বাবা" দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের প্রতি প্রভাবিত হবে এবং অন্যকেও বলবে: আমার ছেলে ভালো জায়গায় যায় কেননা সে তো আমাদেরকে আগে "তুই" বলে সম্বোধন করত আর এখন "আপনি" বলে সম্বোধন করে, পূর্বে যখন আমি তাকে কোন কাজের জন্য বলতাম" হ্যাঁ আসছি "আর এখন" জি আম্মু হাযির হচ্ছি "এরকম আদব ওয়ালা শব্দাবলী বলে উত্তর দেয়"। দেখুন! যখন মা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী ছেলের উত্তম চরিত্র ও কথাবার্তা বলার উত্তম ধরন অবলোকন করবে তখন

www.dawateislami.net

সে অপরজনের ছেলেকে বলবে: বাবা! যখন থেকে তোমার ভাই দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে লাগল اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্দরভাবে কথা বলে সুতরাং তুমিও ইজতিমায় অংশগ্রহণ করিও। সুতরাং যদি ঘরে উত্তম চরিত্র ধারন করা হয় তবে اِنْ شَآءَ الله ঘরের পরিবেশ ভালো হবে আর অনেক সমস্যারও সমাধান হবে।

সন্তানদেরকে দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরের রাখার একটি কারণ

কিছু আবেগপ্রবণ ইসলামী ভাইয়েরা যখন কিছু সুন্নাত শিখে নেয় তখন জবরদস্তী তাদের মা-বাবাকে সেগুলোর উপর আমল করানোর চেষ্টা করে থাকে, অনেক সময় এই কারণেও মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরে রাখে। এমন ইসলামী ভাইদের অনুরোধ করব যে, দেখুন! কোন বিষয়ে আমল করার মানসিকতা ধীরে ধীরে হয়ে থাকে, আপনি এতদিন ধরে ইজতিমায় আসছেন আর মুবাল্লিগরা আয়াতে মুবারকা ও কত হাদিসে পাক বলে আপনাকে বুঝাচ্ছেন অতঃপর ধীরে ধীরে আপনার সুন্নাতের উপর আমল করার মানসিকতা হয়েছে, এখন যদি আপনি মা-বাবাকে হুবহু সুন্নাতের উপর আমল করার দাবি করেন তাহলে সেটা তারা করতে পারবে না।

যদি আপনি মা-বাবাকে কিছু বুঝাতে চান তবে সেটার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো এটা যে, প্রকাশিত হওয়া অডিও ও ভিডিও সুন্নাতে ভরা বয়ানাত শোনান এবং দেখান এবং কোন নেক কাজ মাতা-পিতার উপর তুলে দেওয়ার পরিবর্তে সেটার উপর স্বয়ং নিজে আমল করতে থাকুন, তাদের সামনে রাগ দেখানো থেকে এড়িয়ে চলুন এবং তাদেরকে কখনো ধমকাবেন না, যদি পূর্বে ঘরের কাজ-কাম কম করে থাকেন তবে এখন

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর আগের চেয়ে আরও বেশি কাজ করা শুরু করে দিন اِنْ شَآءَ الله মা-বাবা আপনার উপর খুশি হয়ে যাবেন, ঘরের পরিবেশ ভালো হয়ে যাবে, আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হবে এবং আপনি দ্বীনের খেদমতে উত্তম পদ্ধতি অবলম্বনকারী হয়ে যাবেন। যদি মা-বাবা বলেন: বাবা! রাত ১২টা বাজে ঘরে চলে আসবে তাহলে আপনি ১১.৩০ মিনিটে ঘরে চলে যান আর খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন এটার বরকতে اِنْ شَآءَ الله ফজরের নামাযের জন্য আপনার চোখ খুলে যাবে এবং তাহাজ্জুদ পড়তে চান তবে উঠতে সহজ হবে, এছাড়া সকালের কাজকর্মও সম্পন্ন হবে। দেখুন! যদি আপনি রাত ২টা পর্যন্ত এদিক সেদিক হোটেলে গল্পগুজব করতে থাকেন আর পরিবারের লোকদের বলেন যে, আমরা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে দেরী করে ঘরে আসি তবে এমনটি করার কারণে দাওয়াতে ইসলামীকে মানুষ মন্দ বলবে সুতরাং ইশারের নামায পড়ে দরস দিন এবং মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান পড়িয়ে ঘরে চলে যান, اِنْ شَآءَ الله পরিবারের লোক খুশি হবেন এবং ভবিষ্যতে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করার অনুমতিও দিয়ে দিবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা বয়ানের শুরুতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে রেওয়ায়েত শুনেছেন এখন আরও কয়েকটি বর্ণনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

যে আমাকে মিলিয়েছে আল্লাহ পাক তাকে মিলিয়ে দিবেন

বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে: আত্মীয়তা আল্লাহ পাকের আরশের সাথে ঝুলে আছে আর আবেদন করছে: যে আমাকে মিলিয়েছে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তাকে মিলিয়ে দিবেন (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মীয়তা অটুট রেখেছে আল্লাহ পাক তাকেও অটুট রাখবে) আর যে আমাকে ছিন্ন করেছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে) আল্লাহ পাকও তাকে ছিন্ন করবেন। (মুসলিম, পৃ: ১০৬২, হাদিস: ৬৫১৯)

আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার উপায়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছিলেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান, আমি রাহাম তথা আত্মীয়তাকে সৃষ্টি করেছি আর এটাকে আমার নামের সাথে সম্পৃক্ত করেছি (অর্থাৎ নির্গত করেছি), যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখল আমি তাকে আমার রহমত দ্বারা আবৃত করব আর যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করল আমি তাকে আমার রহমত থেকে দূরবর্তী করে দিব।

(তিরমিযী, ৩/৩৬৩, হাদিস: ১৯১৪)

আত্মীয়তা বজায় রাখা মানে হলো সে ছিন্ন করলেও তুমি অটুট রাখো

"বুখারী শরীফ" এ রয়েছে: আত্মীয়তার বন্ধন এটা নয় যে, মেলামেশা করা আত্মীয়দের সাথে মেলামেশা রাখা (অর্থাৎ যেসব আত্মীয় ভালো সম্পর্ক রাখে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা) বরং আত্মীয়তা বজায় রাখার মানেই হলো এটা যে, যেসব আত্মীয়রা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তাদের সাথেও মেলামেশা অব্যাহত রাখা। (বুখারী, ৪/৯৮, হাদিস: ৫৯৯১)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদিসে পাকে কী চমৎকার কথা বলা হয়েছে যে, যারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ঘৃণা করে তাদের সাথেও আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, রাস্তায় কোথাও দেখা হয়ে গেলে তাদেরকে সালাম দিব, নিজের পাশাপাশি থাকলে তাদেরকে অবশ্যই দাওয়াত দিব যদিওবা তারা না আসে কিন্তু আমার পক্ষ থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না

"তিরমিযী শরীফ" এর হাদিসে পাকে রয়েছে: ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা বলে যে, যদি মানুষ আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তবে আমরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করব আর যদি তারা অন্যায় করে তবে আমরাও অবিচার করব বরং তোমরা এই কাজের অভ্যস্ত হও যে, যদি মানুষ তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তোমরাও ভালো আচরণ করো আর যদি তারা কোন অন্যায় করে তবে তোমরা তাদের সাথে অন্যায় করো না। (তিরমিযী, ৩/৪০৫, হাদিস: ২০১৪)

হে আশিকানে রাসূল! এই হাদিসে পাক থেকে প্রতীয়মান হলো যে, আমাদেরকে ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া উচিত হবে না বরং আত্মীয়রা আমাদের সাথে যতই খারাপ আচরণ করুক না কেন আমাদের উচিত তাদের সাথে উত্তম আচরণের দরজা বন্ধ না করা। কেউ খুব সুন্দর বলেছে:

ওহ জাফা করতে রেহে হাম ওয়াফা করতে রেহে
আপনে আপনে ফরয কো দোনো আদা করতে রেহে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তোমার সহায় ও সাহায্যকারী হবেন

এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তাদের ভালো করি কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে, আমি তাদের সাথে নম্রতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করি কিন্তু তারা আমাদেরকে কোন কিছুতে রাখে না। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: যদি তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে তুমি একটি দূর-দূরান্ত রাস্তা নির্ধারণ করে নিয়েছো আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের এই অভ্যাসে অটল থাকবে তবে আল্লাহ পাক তোমার সহায় ও সহযোগী হবেন। (মুসলিম, পৃ: ১০৬২, হাদিস: ৬৫২৫ সারসংক্ষেপ)

সবচেয়ে উত্তম সদকা

এক হাদিসে পাকে রয়েছে: সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো ঘৃণা পোষণকারী আত্মীয়দেরকে কিছু দেওয়া। (মুস্তাদরাক, ২/২৭, হাদিস: ১৫১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো যেই আত্মীয়রা আমাদেরকে ঘৃণা করে তাদেরকে কিছু দান করা সবচেয়ে উত্তম সদকা কিন্তু যারা আমাদের প্রশংসা, সুনাম ও বাহ বাহ করে আমরা তাদেরকে তো দিতেই থাকি আর যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে এবং আমাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই।

কিয়ামতের দিনের হিসাবে সহজতা

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে কিয়ামতের দিনে তার হিসাব-নিকাশ খুবই

www.dawateislami.net

সহজভাবে হবে এবং ঠিকানা হবে জান্নাত। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই তিনটি বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বললেন: যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দিতে থাকবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আর যে তোমার উপর অবিচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে।

(মুস্তাতরাক, ৩/৩৬২, হাদিস: ৩৯৬৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। যদি কোন আত্মীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবুও আমাদের জন্য এই হুকুম রয়েছে যে, আমরা যেন তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখি। যদি আমাদের প্রচেষ্টার পরও আমাদের জীবনে কোন ছিন্ন হওয়া আত্মীয়কে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে যায় তবে আমাদের পরিশ্রম নষ্ট হবে না বরং এমনটি করার দ্বারা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং এটাই হলো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। মনে রাখবেন! যদিওবা পুরো পৃথিবী আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হোক না কেন যদি আল্লাহ পাক রাজি হয়ে যান তবে আমাদের কল্যাণই কল্যাণ । যদি কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় তবে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রাখবেন আর যদি আত্মীয়ের সাথে কোন মন্দ কিছু হয় তবে তার সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকুন, তাদের মন্দ কাজকে ঘৃণা করুন আর তার মধ্যে যেই মন্দ বিষয়াদি পাওয়া যায় সেগুলোকে মন্দ জানুন কিন্তু তার প্রতি মন্দ মনোভাব আনবেন না যেমন কেউ দাড়ি মুন্ডায় তবে তার মুন্ডানোকে ঘৃণা করুন কিন্তু নিজের হৃদয়ে তার ব্যাপারে কোন ঘৃণা ও হিংসা রাখবেন না এবং নিকট আত্মীয় হওয়ার কারণে তার সাথে এমন ভালোবাসাও রাখবেন না তার মুন্ডানোটা যেন আপনার হৃদয়ে খারাপ কাজ মনে না হয়।

একইভাবে যদি কোন আত্মীয় ঘুষ অথবা সুদ খায় অথবা সিনেমা, নাটক দেখে তবে আমরা এসব কাজকে মন্দ হিসেবে জানব তবে হৃদয়ে তাদের ব্যাপারে হিংসা ও ঘৃণা রাখব না। আজকাল অনেক লোক নিজের ব্যক্তিগত কারণে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখে এবং ঝগড়া-বিবাদ করে কোন গুনাহের কারণে নয় যেমন কাউকে এজন্য ঘৃণা করে যে, সে নামায পড়ে না অথবা সিনেমা-নাটক দেখে বরং এজন্য ঘৃণা করে আর ঝগড়া-বিবাদ করে যে, তার কথা মেনে নেয় নাই অথবা অথবা সবার সামনে তাকে ধমক দিয়েছে অথবা কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়নি ইত্যাদি। আজকাল জামাই, শশুর বাড়ির লোকদের চাকর মনে করে থাকে আর চাই যে, প্রত্যেক প্রোগ্রামে তাকে দাওয়াত দেওয়া হোক এবং নেওয়ার জন্য গাড়িও পাঠানো হোক নতুবা যেতে না করে দেয় অথবা এর পর থেকে আর আসেই না, এইভাবে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে ফাটল দেখা দেয় এই ফাটলের কারণেই পুরো একটা বংশের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক এবং আমাদেরকে নিজেদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি (ঘটনা) ২
আগুণের ডালে ঝুলে থাকা লোক.....৭
মাতা-পিতার সন্তুষ্টতা ছাড়া আযাব দূরীভূত হবে না.....৭
মা-বাবার অবাধ্য সন্তান আল্লাহ পাকের আযাবের শিকার.....৭
মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ..... ৮
আত্মীয়দের অধিকার..... ৮
শয়তানী কাজ ৯
আল্লাহ পাকের দরবারে আত্মীয়তার আবেদন.....১০
দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব ১১
জান্নাত থেকে বঞ্চিত..... ১১
বঞ্চিত লোক..... ১১
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী যেন আমাদের মজলিসে না বসে ১২
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আমার মাহফিল থেকে উঠে যান ১৪
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর উপস্থিতিতে রহমত অবতীর্ণ হয় না ১৫
সন্তানদেরকে দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরের রাখার একটি কারণ ১৭
যে আমাকে মিলিয়েছে আল্লাহ পাক তাকে মিলিয়ে দিবেন ১৮
আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার উপায়.....১৯
আত্মীয়তা বজায় রাখা মানে হলো সে ছিন্ন করলেও তুমি অটুট রাখো ১৯
ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না.....২০
আল্লাহ পাক তোমার সহায় ও সাহায্যকারী হবেন.....২১
সবচেয়ে উত্তম সদকা ২১
কিয়ামতের দিনের হিসাবে সহজতা.....২১

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

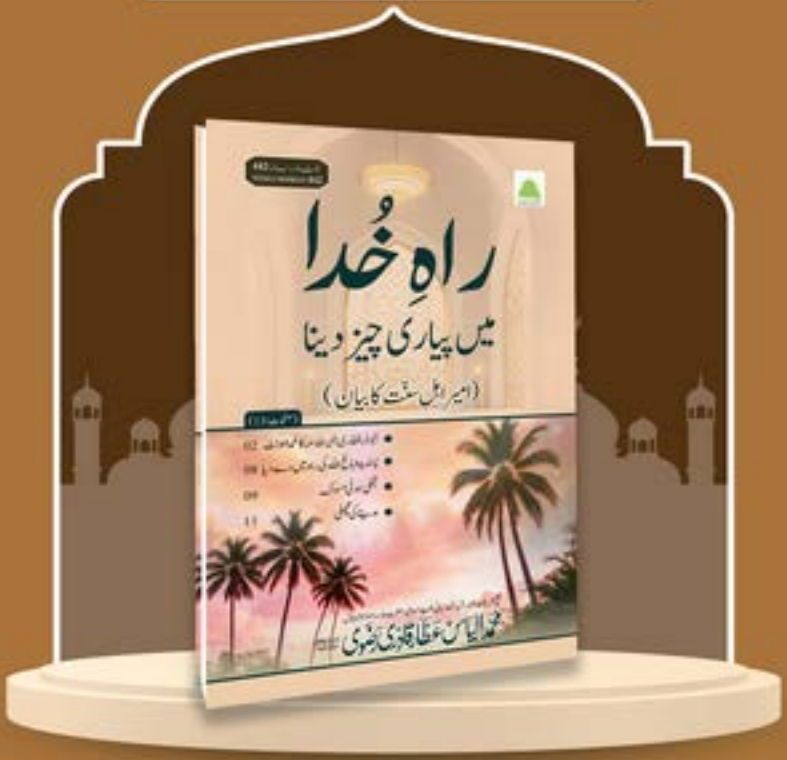

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net